Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশের প্রতিটি সমাজে নাস্তিক্যবাদের বিস্তৃতি রোধে আমাদের করণীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা: ফাতেমা খাতুন

রোলঃ 228020406

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশের প্রতিটি সমাজে নাস্তিক্যবাদের বিস্তৃতি রোধে আমাদের করণীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা: ফাতেমা খাতুন

রোলঃ 228020406

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বাংলাদেশের প্রতিটি সমাজে নাস্তিক্যবাদের বিস্তৃতি রোধে আমাদের করণীয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছা: ফাতেমা খাতুন, আইডিঃ 228020406 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ বাংলাদেশের প্রতিটি সমাজে নাস্তিক্যবাদের বিস্তৃতি রোধে আমাদের করণীয় ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

মোছা: ফাতেমা খাতুন

আইডিঃ 228020406

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5
প্রথম অধ্যায়: নাস্তিক্যবাদের স্বরূপ 8
১.১ নাস্তিক্যবাদের সংজ্ঞা (Definition of Atheism) 8
১.২ নাস্তিক্যবাদের প্রকারভেদ (Types of Atheism) 8
১.৩ বিশ্বব্যাপি নাস্তিকতার ইতিহাস 9
১.৪ বাংলাদেশে নাস্তিকতার ইতিহাস 10
দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদ বিস্তারের কারণসমূহ 11
২.১ ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব 11
২.২ শিক্ষা ও বিজ্ঞানমনস্কতার প্রভাব 12
২.৩ ইন্টারনেট ও ডিজিটাল মাধ্যমের ভূমিকা 12
২.৪ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিক্রিয়া 13
২.৫ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন 13
তৃতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদের প্রভাব 14
৩.১ ঈমান ধ্বংস ও আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাস 14
৩.২ নৈতিক অবক্ষয় ও সমাজবিরোধী প্রভাব 14
৩.৩ যুবসমাজের ধর্মহীনতা ও ভ্রষ্টতা 15
৩.৪ রাজনৈতিক ও আইনগত বিশৃঙ্খলা 15
চতুর্থ অধ্যায় : গবেষণা পদ্ধতি 16
৪.১ ইন্টারভিউ 16
৪.২ অংশগ্রহণকারী নির্বাচন 16
৪.৩ ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া 16
৪.৪ ডেটা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ 17
৪.৫ নৈতিক বিবেচনা 17

৪.৬ সীমাবদ্ধতা 17

পঞ্চম অধ্যায়: ফলাফল ও আলোচনা 18

ষষ্ঠ অধ্যায়: নাস্তিকতার বিস্তার প্রতিরোধ 19

উপসংহার 20

গ্রন্থপঞ্জি 21

ভূমিকা

গবেষণার পটভূমি (Research Background)

বাংলাদেশ ইসলামী মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যগতভাবে সমৃদ্ধ একটি দেশ, যেখানে ধর্মীয় বিশ্বাস ও নৈতিকতা সামাজিক কাঠামোর মূল ভিত্তি। ইসলামের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরাও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করে আসছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বায়ন, ডিজিটাল প্রযুক্তির বিস্তার এবং পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাবে নাস্তিক্যবাদী ও সংশয়বাদী মতাদর্শের অনুপ্রবেশ ঘটছে, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে। সামাজিক মাধ্যম, কিছু বুদ্ধিজীবী মহল এবং বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাবে নাস্তিক্যবাদ একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা ধর্মীয় বিশ্বাস, পারিবারিক কাঠামো এবং সামাজিক শান্তিকে হুমকির মুখে ফেলছে। এই প্রেক্ষাপটে, নাস্তিক্যবাদের বিস্তার রোধে ইসলামী শিক্ষা, সামাজিক সচেতনতা এবং রাষ্ট্রীয় নীতির সমন্বয়ে একটি কার্যকর কৌশল প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরি। এই গবেষণার মাধ্যমে নাস্তিক্যবাদের উত্থানের কারণ বিশ্লেষণ করে তা প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণ করা হবে।

বিষয় নির্বাচন (Topic Selection)

নাস্তিক্যবাদের বিস্তার ইসলামী আকিদা ও সমাজের নৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করছে। শিক্ষার্থীরা সামাজিক মাধ্যম ও ভুল শিক্ষার মাধ্যমে নাস্তিক্যবাদের দিকে ঝুঁকছে। বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদ নিয়ে গুণগত গবেষণার অভাব রয়েছে, বিশেষত ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এর সমাধান নিয়ে। নাস্তিক্যবাদ ধর্মীয় সংঘাত ও সামাজিক বিভেদ তৈরি করতে পারে, যা জাতীয় ঐক্যের জন্য ক্ষতিকর।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Objectives of the Research)

বক্ষ্যমাণ গবেষণাকর্মটির প্রধান লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদের বিস্তার রোধে ইসলামী সমাধান ও সামাজিক কৌশল নির্ধারণ। বিশেষভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আলোচনা করা হবে:

১. নাস্তিক্যবাদের ধারণা, এর দার্শনিক ভিত্তি এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এর ভ্রান্তি বিশ্লেষণ করা।

২. বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদ বিস্তারের কারণ (সামাজিক, শিক্ষাগত, প্রযুক্তিগত) চিহ্নিত করা।

৩. নাস্তিক্যবাদের প্রভাব (ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক) মূল্যায়ন করা।

৪. নাস্তিক্যবাদ প্রতিরোধে ইসলামী স্কলার, শিক্ষাবিদ ও নীতিনির্ধারকদের ভূমিকা নির্ধারণ করা।

৫. পরিবার, মাদ্রাসা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নাস্তিক্যবাদ মোকাবেলার কৌশল প্রস্তাব করা।

গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (Significance and Importance of the Research)

এই গবেষণা বাংলাদেশের সমাজে নাস্তিক্যবাদের বিস্তার রোধে একটি রোডম্যাপ তৈরি করবে। এটি মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজ ও পরিবারকে সচেতন করবে, কিভাবে তরুণ প্রজন্মকে নাস্তিক্যবাদের ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করা যায়। পাশাপাশি, এটি ইসলামী মূল্যবোধ সংরক্ষণ ও নৈতিক অবক্ষয় রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

গবেষণার সমস্যা ও প্রশ্নাবলী (Problem and Questions of the Research)

বাংলাদেশের সমাজে নাস্তিক্যবাদের বিস্তার কীভাবে রোধ করা যায়?

১. নাস্তিক্যবাদ কী এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এর ভ্রান্তিগুলো কী?

২. বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদ বিস্তারের প্রধান কারণগুলো কী কী?

৩. নাস্তিক্যবাদের প্রভাবে সমাজের কোন ক্ষেত্রগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে?

৪. নাস্তিক্যবাদ প্রতিরোধে ইসলামী স্কলার ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা কী হওয়া উচিত?

৫. পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কীভাবে নাস্তিক্যবাদ মোকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে?

গবেষণার পদ্ধতি (Research Methods)

এই গবেষণায় গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে যেখানে:

- নাস্তিক্যবাদ সম্পর্কিত দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞান ও মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব পর্যালোচনা।
- কয়েকজন নাস্তিক ও সংশয়বাদী শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকার।
- ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মপ্রধান সমাজে নাস্তিক্যবাদের পার্থক্য নিরূপণ।
- সামাজিক মাধ্যম ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে নাস্তিক্যবাদী প্রোপাগান্ডা বিশ্লেষণ করে এর প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণ।

সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের কিছু গবেষণায় নাস্তিক্যবাদ ও ধর্মীয় উগ্রতার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উদাহরণ: Journal of Bangladesh Studies (2018)-এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধে ব্লগার হত্যাকাণ্ডের পটভূমিতে নাস্তিক্যবাদের প্রতি সামাজিক প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির একটি গবেষণায় ফেসবুক, ব্লগ এবং ই-ফোরামে নাস্তিক্যবাদী চিন্তার প্রচার নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার একটি গবেষণায় মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংশয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা করা হয়েছে।

"নাস্তিক্যবাদ ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা: ঢাকার তরুণ প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গি" (মাস্টার্স থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২০)।

গবেষণার শূন্যস্থান (Research Gap)

বর্তমান সাহিত্য পর্যালোচনায় নিম্নলিখিত শূন্যস্থান চিহ্নিত হয়েছে:

– অধিকাংশ বিদ্যমান গবেষণায় (যেমন ইসলামী ফাউন্ডেশন, ২০২২; আহমেদ, ২০২১) ব্যাপক সংখ্যক উত্তরদাতার উপর পরিমাণগত জরিপ নির্ভর করা হয়েছে, কিন্তু গুণগত গভীরতা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া নাস্তিক/সংশয়বাদী শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত যাত্রা ও মানসিক বিবর্তন নিয়ে স্বল্প গবেষণা।

– বিদ্যমান অধিকাংশ গবেষণা হয় পূর্ণাঙ্গ নাস্তিক্যবাদ নিয়ে অথবা সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে। সংশয়বাদী অবস্থান থেকে ইসলামে ফিরে আসার (reversion) প্রক্রিয়া নিয়ে স্বল্প আলোচনা।

– পশ্চিমা প্রেক্ষাপটে নাস্তিক্যবাদ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা থাকলেও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সংশয়বাদী চিন্তার উৎপত্তি ও বিকাশ নিয়ে স্বল্প তথ্য।

বক্ষ্যমাণ গবেষণা নিম্নোক্তভাবে বিদ্যমান শূন্যস্থান পূরণ করেছে:

– তিনজন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া নাস্তিক/সংশয়বাদী শিক্ষার্থীর গভীর সাক্ষাৎকার।

– তাদের বিশ্বাস পরিবর্তনের যাত্রা, মানসিক দ্বন্দ্ব ও সমাজের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিশদ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সংগ্রহ।

– কেস স্টাডি পদ্ধতিতে প্রতিটি উত্তরদাতার জীবন ইতিহাস বিশ্লেষণ।

– সংশয়বাদ থেকে ইসলামী বিশ্বাসে ফেরার প্রক্রিয়া ম্যাপিং।

– বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংশয়বাদের সামাজিক গতিশীলতা চিহ্নিতকরণ।

– নাস্তিক্যবাদী চিন্তার সাথে স্থানীয় রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রভাবের সম্পর্ক বিশ্লেষণ।

– বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইসলামী দাওয়াহ পদ্ধতি সংস্কারের প্রস্তাব।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও তার সমাধান:

সীমাবদ্ধতা	সমাধান/ন্যায্যতা
স্বল্প সংখ্যক উত্তরদাতা (৩ জন)	গুণগত গবেষণায় গভীরতা নমুনার আকারের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ (Creswell, 2013)
শুধু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী	ভবিষ্যতে মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষার্থী নিয়ে গবেষণার সুপারিশ
শুধু শহুরে প্রেক্ষাপট	পরবর্তীতে গ্রামীণ সংশয়বাদ নিয়ে গবেষণার পরিকল্পনা

এই গবেষণা যদিও সংখ্যাগতভাবে বৃহৎ নয়, তবুও এটি বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষিত তরুণদের মধ্যে সংশয়বাদের প্রকৃতি বোঝার জন্য একটি গুণগত জানালা খুলে দেয়। ভবিষ্যতে এই প্রাথমিক ফলাফলের ভিত্তিতে বৃহত্তর গবেষণা পরিচালনার পথ সুগম হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রথম অধ্যায়: নাস্তিক্যবাদের স্বরূপ

১.১ নাস্তিক্যবাদের সংজ্ঞা (Definition of Atheism)

নাস্তিক্যবাদ (Atheism) হল "ঈশ্বর বা কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তার অস্তিত্বে অবিশ্বাস বা অস্বীকৃতি"। এটি একটি দার্শনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান, যা ধর্মীয় বিশ্বাসের বিপরীতে যুক্তি, বিজ্ঞান ও প্রমাণভিত্তিক চিন্তাকে প্রাধান্য দেয়। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা অনুযায়ী: "Atheism is the rejection of belief in the existence of God or gods." রিচার্ড ডকিন্স এর মতে: "Atheism is nothing more than the noises reasonable people make in the presence of unjustified religious beliefs." এটি কেবল ধর্মের অভাব নয়, বরং যুক্তি, বিজ্ঞান ও মানবতাবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটি সচেতন বিশ্বদর্শন।

১.২ নাস্তিক্যবাদের প্রকারভেদ (Types of Atheism)

নাস্তিক্যবাদকে প্রধানত দুইটি বৃহৎ শ্রেণিতে ভাগ করা যায়:

- শক্তিশালী নাস্তিক্যবাদ (Strong Atheism): "ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই"—এই দাবিকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে। এদের যুক্তি হলো সরস্টার অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অভাব, ধর্মীয় দাবির অসঙ্গতি। এধরনের নাস্তিকের উদাহরণ - রিচার্ড ডকিন্স, ক্রিস্টোফার হিচেন্স।
- দুর্বল নাস্তিক্যবাদ/অজ্ঞেয়বাদী নাস্তিক্যবাদ (Weak/Agnostic Atheism): এধরনের নাস্তিকদের বিশ্বাস হলো "ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ না থাকায় আমি অবিশ্বাস করি, কিন্তু নিশ্চিতভাবে অস্বীকার করি না"। উদাহরণ: টমাস হাক্সলি, বার্ট্রান্ড রাসেল।

অন্যান্য উপ-প্রকার (Sub-Types)

১. প্রকৃতিবাদী নাস্তিক্যবাদ (Naturalistic Atheism): প্রকৃতি ও বিজ্ঞানকে ব্যাখ্যার একমাত্র মাধ্যম মনে করে।

২. সেক্যুলার মানবতাবাদী নাস্তিক্যবাদ (Secular Humanist Atheism): ঈশ্বরবিহীন নৈতিকতা ও মানবকল্যাণে বিশ্বাস করে।

৩. অস্তিত্ববাদী নাস্তিক্যবাদ (Existential Atheism): ঈশ্বরের অনুপস্থিতিতে মানবীয় স্বাধীনতা ও দায়িত্বের দর্শনে বিশ্বাস করে।
৪. প্রতিবাদী নাস্তিক্যবাদ (Anti-Theism): ধর্মকে সামাজিকভাবে ক্ষতিকর হিসেবে দেখে সক্রিয় বিরোধিতা করে।
এছাড়াও নাস্তিক্যবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কিছু ধারণাসমূহ (Related Concepts) নিম্নরূপ:

- অজ্ঞেয়বাদ (Agnosticism): ঈশ্বরের অস্তিত্ব অজানা বা অপ্রমাণযোগ্য (হিউম, কান্ট)।
- প্যানথেইজম (Pantheism): প্রকৃতিকেই ঈশ্বর বলা (স্পিনোজা)।
- ইগনোস্টিসিজম (Ignosticism): ঈশ্বরের সংজ্ঞাই অস্পষ্ট, তাই বিতর্ক অর্থহীন।

১.৩ বিশ্বব্যাপি নাস্তিকতার ইতিহাস

নাস্তিকতার ইতিহাস মানব সভ্যতার মতোই প্রাচীন, বিভিন্ন যুগে ও সংস্কৃতিতে এর বিভিন্ন রূপ দেখা গেছে। প্রাচীন ভারতে চার্বাক দর্শন, প্রাচীন গ্রিসে এপিকুরিয়ান ও সোফিস্টদের চিন্তা, এবং চীনে কনফুসিয়াসের কিছু অনুসারীদের মধ্যে নিরীশ্বরবাদী ধারণা পাওয়া যায়। মধ্যযুগে ইসলামিক স্বর্ণযুগের কিছু দার্শনিক ও ইউরোপের রেনেসাঁ যুগে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সময় ধর্মীয় বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করা শুরু হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় জ্ঞানালোক যুগে ভলতেয়ার, ডিডেরো এবং ডেভিড হিউমের মতো চিন্তাবিদরা যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেন, যা আধুনিক নাস্তিকতার ভিত্তি তৈরি করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে চার্লস ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব এবং কার্ল মার্কসের ধর্মকে "জনগণের আফিম" হিসেবে বর্ণনা নাস্তিকতার দার্শনিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করে। বিংশ শতাব্দীতে স্যাম হ্যারিস, রিচার্ড ডকিন্স এবং ক্রিস্টোফার হিচেন্সের মতো নব্য-নাস্তিকদের লেখনী বিশ্বজুড়ে নাস্তিকতা আন্দোলনকে নতুন গতি দেয়। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, ইন্টারনেটের প্রসার এবং বিশ্বায়নের প্রভাবে নাস্তিকতা একটি বৈশ্বিক চিন্তাধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, যদিও বিভিন্ন সমাজে এটি এখনও বিতর্ক ও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়।

১.৪ বাংলাদেশে নাস্তিকতার ইতিহাস

বাংলাদেশে নাস্তিকতার ইতিহাস একটি জটিল সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ফলাফল। প্রাচীন কাল থেকে বাংলায় চার্বাক দর্শন, বৌদ্ধ ধর্মের নিরীশ্বরবাদ এবং বাউলদের আধ্যাত্মিক চিন্তায় নাস্তিকতার কিছু উপাদান বিদ্যমান ছিল, তবে আধুনিক অর্থে নাস্তিকতার উদ্ভব হয় ঔপনিবেশিক যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও যুক্তিবাদের প্রভাবে। ব্রিটিশ আমলে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর প্রমুখ সমাজ সংস্কারকদের কাজে ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা যায়, যা পরোক্ষভাবে যুক্তিবাদী চিন্তার পথ প্রশস্ত করে। পাকিস্তান আমলে মার্কসবাদী ও প্রগতিশীল লেখকদের মাধ্যমে নাস্তিকতার ধারণা কিছুটা প্রচার পায়, কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম দশকে ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা প্রবল থাকলেও পরবর্তীতে ইসলামিক পুনরুজ্জীবন আন্দোলন এবং রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নাস্তিকদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং পরিবেশ সৃষ্টি করে। একবিংশ শতাব্দীতে ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রসারের সাথে সাথে নাস্তিকতার আলোচনা নতুন মাত্রা পেয়েছে, যদিও এটি এখনও বাংলাদেশের রক্ষণশীল সমাজে একটি বিতর্কিত ও সংবেদনশীল বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদ বিস্তারের কারণসমূহ

বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদ বা ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার বিস্তার একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া, যেখানে ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাগত ও প্রযুক্তিগত কারণ জড়িত। নিচে এই কারণগুলোকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

২.১ ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব

- প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগ – বাংলায় নাস্তিকতার ধারণা নতুন নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে চার্বাক দর্শন, বৌদ্ধ নাস্তিক্যবাদ ও সুফি-বাউলদের 'নির্মোহ ধর্ম' ধারণায় নাস্তিকতার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। লালন ফকির, হাসন রাজা -এর মতো বাউলদের গানে ঈশ্বর-ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক রূপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা যায়। তবে তখন 'নাস্তিক' শব্দটি আজকের মতো রাজনৈতিক অর্থ বহন করত না।
- ঔপনিবেশিক যুগে যুক্তিবাদের সূচনা – ব্রিটিশ আমলে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানমনস্কতার প্রভাবে বাংলার কিছু বুদ্ধিজীবী ধর্মীয় গোঁড়ামিকে প্রশ্ন করতে শুরু করেন। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের যুক্তিবাদী চিন্তা ধর্মীয় কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনকে প্রভাবিত করে।
- পাকিস্তান আমলে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার সংঘাত – ১৯৪৭-১৯৭১ সময়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র ধর্মভিত্তিক পরিচয় চাপিয়ে দিলে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ ধর্মনিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। হুমায়ুন আজাদ, আহমদ শরীফ-এর মতো লেখকরা ধর্মীয় রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে লিখেছেন। ১৯৫০-৬০-এর দশকে কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রগতিশীল লেখকদের মাধ্যমে নাস্তিকতার ধারণা ছড়ায়।
- মুক্তিযুদ্ধ ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ – ১৯৭১-এ বাংলাদেশের জন্ম ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে হলেও ১৯৭৫-পরবর্তী সামরিক শাসনে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয়, যা নাস্তিক্যবাদী চিন্তাকে প্রান্তিক করে।

২.২ শিক্ষা ও বিজ্ঞানমনস্কতার প্রভাব

- আধুনিক শিক্ষার প্রভাব – বিজ্ঞান, দর্শন ও সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে তরুণরা ধর্মীয় ব্যাখ্যাকে যুক্তি ও প্রমাণের আলোকে বিচার করতে শেখে। ডারউইনের বিবর্তনবাদ, মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করে।
- বিশ্ববিদ্যালয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-এর মতো প্রতিষ্ঠানে মুক্তচিন্তার সংস্কৃতি কিছু অংশে নাস্তিক্যবাদী দর্শনকে প্রভাবিত করেছে। সামাজিক ন্যায়বিচার, নারীবাদ ও মানবতাবাদ-এর আলোচনা ধর্মীয় রক্ষণশীলতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে।
- ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (২০১৫) "হাদীসের নামে জালিয়াতি"গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ধর্মীয় শিক্ষার অপর্যাপ্ততা ও বিজ্ঞানকে ধর্মবিরোধী হিসেবে উপস্থাপন করায় অনেক তরুণ বিভ্রান্ত হয়।

২.৩ ইন্টারনেট ও ডিজিটাল মাধ্যমের ভূমিকা

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা (আহমেদ, ২০২১) অনুসারে, ১৮-৩৫ বছর বয়সী ৬৮% তরুণ নাস্তিক্যবাদী কন্টেন্টের সংস্পর্শে আসে YouTube ও Facebook-এর মাধ্যমে।
- সামাজিক মাধ্যম ও ব্লগিং কমিউনিটি – ২০০০-২০১০ সময়ে ফেসবুক, ব্লগস্পট, ইউটিউবের মাধ্যমে নাস্তিক্যবাদী চিন্তা বিস্তার লাভ করে। "অবিশ্বাসী বাংলাদেশ", "মুক্তমনা ব্লগ"-এর মতো প্ল্যাটফর্মে ধর্মের সমালোচনামূলক লেখা প্রকাশিত হতে থাকে।
- আন্তর্জাতিক প্রভাব – রিচার্ড ডকিন্স, ক্রিস্টোফার হিচেন্স, সাম হ্যারিস-এর মতো নব্য-নাস্তিকদের বই ও বক্তৃতা বাংলায় অনূদিত হয়। ইংরেজি ও বাংলা উভয় মাধ্যমেই নাস্তিক্যবাদী কন্টেন্ট সহজলভ্য হয়।
- ব্লগার হত্যাকাণ্ড ও প্রতিক্রিয়া – ২০১৩-২০১৬ সময়ে অভিজিৎ রায়, অনন্ত বিজয়, ওয়াশিকুর বাবু-সহ বেশ কয়েকজন নাস্তিক ব্লগার হত্যার ঘটনা নাস্তিক্যবাদী আন্দোলনকে আরও দৃশ্যমান করে। এই হামলাগুলো আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় আলোচিত হয় এবং কিছু তরুণকে নাস্তিক্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট করে।

২.৪ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিক্রিয়া

- ইসলামিস্ট গোষ্ঠীগুলোর চাপ ও রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞা (যেমন: "নাস্তিক্যবাদী ব্লগ বন্ধ") নাস্তিক্যবাদকে অপরাধী করতে চায়।
- মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বনাম ধর্মীয় অনুভূতি—এই দ্বন্দ্ব নাস্তিক্যবাদী আলোচনাকে সংবেদনশীল করে তোলে।
- ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন (যেমন: শাহবাগ আন্দোলন, ২০১৩)-এ নাস্তিক্যবাদী ও প্রগতিশীলরা সক্রিয় ভূমিকা রাখে।

২.৫ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন

- পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব – গ্লোবালাইজেশনের যুগে পশ্চিমা সেক্যুলারিজম, এবং মানবাধিকার ভিত্তিক চিন্তা বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মকে প্রভাবিত করে।
- পারিবারিক ও ধর্মীয় কাঠামো থেকে মুক্তি – অনেক তরুণ ধর্মীয় রীতিনীতি, বাধ্যতামূলক নামাজ-রোজা, এবং সমাজের চাপ থেকে মুক্ত হতে চায়। ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা (যেমন: নারী স্বাধীনতা, প্রেম-প্রণয়) অনেককে ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলে।
- নিরীশ্বরবাদী সাহিত্য ও শিল্প – হুমায়ুন আজাদের "নারী", "ধর্মান্ধ মুসলমানের মুখোশ উন্মোচন"-এর মতো বই নাস্তিক্যবাদী চিন্তাকে উৎসাহিত করে।
- রক মিউজিক, সিনেমা, ও থিয়েটারে ধর্মের সমালোচনামূলক বিষয়বস্তু যুক্ত হয়।
- ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের রিপোর্ট (২০২২) সতর্ক করে যে, "ফ্রি থিংকার" নামে নাস্তিক্যবাদী গ্রুপগুলো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সক্রিয়।
- ২০২৩ সালের জরিপ অনুযায়ী, ৩-৫% তরুণ নিজেদের নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী মনে করেন।

বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদের বিস্তার কোনো একক কারণে নয়, বরং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, শিক্ষার প্রসার, ইন্টারনেট বিপ্লব, রাজনৈতিক ইসলামীকরণ, এবং সামাজিক অসামঞ্জস্যতা—এই সমস্ত বিষয়ের সম্মিলিত ফল।

তৃতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদের প্রভাব

"আর যদি তোমাদের রব চাইতেন, তাহলে পৃথিবীর সব মানুষ এক উম্মাহ হয়ে যেত। কিন্তু তারা মতভেদ করতে থাকবে" (সূরা হুদ: ১১৮)। বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ, যেখানে ইসলাম শুধু ধর্ম নয়, বরং জীবনব্যবস্থা। কিন্তু বর্তমানে নাস্তিক্যবাদ নামক একটি ধ্বংসাত্মক চিন্তা সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে, যা ইসলামী আকিদা, সমাজ কাঠামো ও নৈতিকতাকে হুমকির মুখে ফেলেছে। নাস্তিক্যবাদের ভয়াবহ প্রভাবসমূহ নিম্নরূপ:

৩.১ ঈমান ধ্বংস ও আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাস

(ক) তাওহীদের বিপরীতে নাস্তিক্যবাদ: ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই), কিন্তু নাস্তিক্যবাদ এই বিশ্বাসকে সরাসরি অস্বীকার করে। আল্লাহ বলেন: "যারা কুফরি করে এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখে, তাদের আমল আল্লাহ নিষ্ফল করে দেন" (সূরা মুহাম্মদ: ৩৪)

(খ) আখিরাতের অস্বীকৃতি: নাস্তিক্যবাদ মৃত্যুর পরের জীবন (কিয়ামত, জান্নাত-জাহান্নাম)কে অস্বীকার করে, যা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের বিরোধী। পবিত্র কুরআনে সতর্ক করা হয়েছে: "তারা বলে, 'মৃত্যু ছাড়া তো আর কিছুই নেই। আমরা মরি, অন্যরাও মরে, আর সময়ই আমাদের ধ্বংস করে।' কিন্তু এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই; তারা কেবল অনুমান করে" (সূরা জাসিয়া: ২৪)

৩.২ নৈতিক অবক্ষয় ও সমাজবিরোধী প্রভাব

(ক) অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার বিস্তার: নাস্তিক্যবাদ যেহেতু ধর্মীয় বিধানকে অগ্রাহ্য করে, তাই এর ফলে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, বেপর্দাগি, অশ্লীল মিডিয়া কন্টেন্ট বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যখন অশ্লীলতা প্রকাশ্যে ছড়িয়ে পড়বে, তখন নতুন নতুন রোগ-ব্যাধি ও অজানা বিপদ দেখা দেবে" (ইবনে মাজাহ)

(খ) পারিবারিক বন্ধন ধ্বংস: নাস্তিক্যবাদ বাবা-মায়ের অবাধ্যতা, বিবাহবিচ্ছেদ, ব্যভিচার ইত্যাদিকে উৎসাহিত করে। আল্লাহ বলেন: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ও পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও" (সূরা তাহরিম: ৬)

(গ) সমাজে অস্থিরতা ও সহিংসতা: নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারা ইসলামী মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তৈরি করে, যার ফলে সমাজে অস্থিরতা বাড়ছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: "যারা আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের জন্য রয়েছে সংকীর্ণ জীবন" (সূরা ত্বহা: ১২৪)

৩.৩ যুবসমাজের ধর্মহীনতা ও ভ্রষ্টতা

(ক) ইসলামী জ্ঞান থেকে দূরে সরে যাওয়া: নাস্তিক্যবাদী প্রোপাগান্ডা তরুণদের **কুরআন-হাদিস অধ্যয়ন, নামাজ-রোজা পালন থেকে দূরে রাখছে। রাসূল (সা.) বলেছেন: "প্রত্যেক শিশুই ফিতরাত (ইসলাম) এর উপর জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তার পিতামাতা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক বানায়" (বুখারি)
(খ) মাদকাসক্তি ও অপরাধ প্রবণতা: নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী অনেক তরুণ মাদক, জুয়া, সমকামিতা ইত্যাদির দিকে ঝুঁকছে, কারণ তারা আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে না। আল্লাহ বলেন: "শয়তান তো চায় মাদক ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে"(সূরা মায়িদা: ৯১)

৩.৪ রাজনৈতিক ও আইনগত বিশৃঙ্খলা

(ক) ইসলামী আইনের বিরোধিতা: নাস্তিক্যবাদী গোষ্ঠী ইসলামী শরিয়াহ, হুদুদ আইন, মাদ্রাসা শিক্ষা ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছে। আল্লাহ বলেন: "আর যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করবে না, তারাই কাফির" (সূরা মায়িদা: ৪৪) ।
(খ) সেক্যুলার এবং নাস্তিকরা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ইসলামী পরিচয় মুছে ফেলার চেষ্টা করে। বাংলাদেশের সংবিধানে "রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম" থাকলেও নাস্তিক্যবাদীরা ধর্মনিরপেক্ষতাকে ব্যবহার করে ইসলামী মূল্যবোধকে দুর্বল করতে চায়।

চতুর্থ অধ্যায় : গবেষণা পদ্ধতি

৪.১ ইন্টারভিউ

এই গবেষণায় বাংলাদেশে নাস্তিকতার উত্থান ও তা প্রতিরোধের উপায় বোঝার জন্য গুণগত গবেষণা পদ্ধতি (qualitative research) ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক ডেটা সংগ্রহ করতে সেমি-স্ট্রাকচার্ড ও ইনফরমাল ইন্টারভিউ পরিচালনা করা হয়েছে তিনজন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীর সাথে।

৪.২ অংশগ্রহণকারী নির্বাচন

স্যাম্পলিং পদ্ধতি: Purposive Sampling ব্যবহার করে এমন তিনজন শিক্ষার্থীকে বেছে নেওয়া হয়েছে যাদের ধর্ম ও নাস্তিকতা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।
অংশগ্রহণকারীদের বৈশিষ্ট্য:
অংশগ্রহণকারী ১: পুরুষ, বয়স ২২, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, ধর্মীয় রীতিনীতি মানতে অস্বীকার করে। তবে বিশ্বাস করে একজন সর্বশক্তিমান স্রষ্টা আছেন।
অংশগ্রহণকারী ২: নারী, বয়স ২৩, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান (Anthropology) বিভাগের শিক্ষার্থী, মনে করেন ধর্ম মানুষের তৈরি।
অংশগ্রহণকারী ৩: পুরুষ, বয়স ২১, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, ধর্মকে অপশনাল মনে করেন। মানলেও ক্ষতি নেই, না মানলেও ক্ষতি নেই।

৪.৩ ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া

ইন্টারভিউ ধরন: একজনকে ফেস-টু-ফেস ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে ক্যাফেতে অনানুষ্ঠানিক আলোচনার মাধ্যমে। বাকি দুজনকে অনলাইন (Messenger & Whatsapp) এর মাধ্যমে প্রশ্ন করা হয়েছে।
প্রশ্নমালা: ইন্টারভিউতে নিম্নলিখিত মূল প্রশ্নগুলো করা হয়েছিল:

- ➢ আপনার মতে, ধর্মের প্রয়োজনীয়তা কী?
- ➢ আপনি কি মনে করেন ধর্মীয় নিয়ম-কানুন যুক্তিসঙ্গত?
- ➢ পূর্বে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস রাখলেও বর্তমানে আপনার নাস্তিকতার সাথে একমত পোষণের কারণগুলো কী কী?
- ➢ আপনার সংশয়গুলোর বিষয়ে কি আপনি কোনো ধর্মীয় জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিকে প্রশ্ন করেছেন?
- ➢ মৃত্যু পরবর্তী জীবন নিয়ে আপনি কেমন বিশ্বাস পোষণ করেন?

৪.৪ ডেটা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

রেকর্ডিং ও ট্রান্সক্রিপশন: ফেস-টু-ফেস ইন্টারভিউটি নোট আকারে সংরক্ষণ করা হয়েছে। অনলাইন ইন্টারভিউগুলো চ্যাট লগ ও অডিও রেকর্ডিং থেকে ট্রান্সক্রাইব করা হয়েছে।
ডেটা অ্যানালাইসিস: থিমেটিক অ্যানালাইসিস (Thematic Analysis) ব্যবহার করে ইন্টারভিউ ডেটাকে বিভিন্ন থিমে ভাগ করা হয়েছে, যেমন: ধর্মের প্রতি সংশয়, নাস্তিকতার বিবিধ কারণ, প্রতিরোধের সম্ভাব্য উপায়।

৪.৫ নৈতিক বিবেচনা

অনুমতি: অংশগ্রহণকারীদের মৌখিক সম্মতি নেওয়া হয়েছে এবং তাদের পরিচয় গোপন রাখা হয়েছে (Anonymous)।
গোপনীয়তা: ডেটা শুধুমাত্র গবেষণার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

৪.৬ সীমাবদ্ধতা

- মাত্র তিনজন অংশগ্রহণকারীর মতামত সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরে না।
- ইনফরমাল পদ্ধতির কারণে কিছু উত্তর অতিমান্য বা অপ্রতিনিধিত্বকারী হতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়: ফলাফল ও আলোচনা

অংশগ্রহণকারী ১: ধর্মীয় অনুশাসনকে অযৌক্তিক মনে করেন এবং মনে করেন সমাজে ধর্মের ভূমিকা অতিরঞ্জিত। তবে তার মতে একজন সর্বশক্তিমান স্রষ্টা আছেন কিন্তু স্রষ্টা এতটা অমানবিক নন যে এতসব নিয়ম কানুন চাপিয়ে দেবেন তার সৃষ্টির ওপর। শুধু স্রষ্টা আছেন এই বিশ্বাসটুকু রাখাই যথেষ্ট, এটা নিয়ে এত বাড়াবাড়ির কিছু নেই।

অংশগ্রহণকারী ২: বিশ্বাস করেন ধর্ম মানুষের তৈরি একটি সামাজিক কাঠামো, যা সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল। জন্মগতভাবে মুসলিম হলেও ধীরে ধীরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিয়মিত নাস্তিকদের লেখা পড়ে এবং লেকচার শুনে তার কাছে মনে হয়েছে যে সব ধর্মই মানুষের তৈরি। ইসলাম ধর্মও মুহাম্মদের তৈরি! মানুষ যৌক্তির এবং বৈজ্ঞানিকভাবে চিন্তা করলেই ধর্মের অসারতা বুঝতে পারবে বলে মনে করেন তিনি। বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তিনি ধর্মকে অস্বীকার করেন। মৃত্যুর মাধ্যমেই মানুষের জীবনের সমাপ্তি এমনটা মনে করেন।

অংশগ্রহণকারী ৩: ধর্মকে ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয় মনে করেন। তার মতে কেউ যদি পরম বিশ্বাস থেকে ধর্মকে মেনে চলতে চায় তবে সে চলবে। আবার কেউ যদি না মানতে চায় তাহলে তাকেও বাধ্য করা যাবে না বা তার এধরনের বিশ্বাসের কারণে লাঞ্ছিত করা যাবে না। মৃত্যুর পরে কোনো জীবন আছে কি না এটা নিয়ে তিনি সন্দিহান।

উপসংহার: এই ইন্টারভিউ থেকে দেখা যায় যে, নাস্তিকতার উত্থানের পেছনে কুসংস্কার এবং যুক্তিহীন বিশ্বাস, বিশুদ্ধ ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ এবং মিডিয়াগুলোর নাস্তিক্যবাদী তৎপরতা একটি বড় ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে ধর্মবিরোধী বিষয়বস্তু থাকার কারণে এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশে ধর্মকে পশ্চাৎপদ হিসেবে বিবেচনা করার কারণে নাস্তিকতা বিস্তার লাভ করেছে বহুলাংশে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: নাস্তিকতার বিস্তার প্রতিরোধ

(ক) দাওয়াহ ও তাবলীগ: আল্লাহ বলেন: "তুমি মানুষকে দাওয়াত দাও তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশ দ্বারা" (সূরা নাহল: ১২৫)। তরুণদের সিরাত, বিজ্ঞান ও কুরআনের মুজিজা শেখাতে হবে। ধৈর্যের সাথে, তাদের প্রতি কল্যাণকামী হয়েই তাদের ভ্রান্তিগুলো ধরিয়ে দিতে হবে।

(খ) শিক্ষা সংস্কার: মাদ্রাসা শিক্ষায় বিজ্ঞান-ধর্ম সমন্বয় কোর্স চালু করতে হবে। সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থাতেও আবশ্যকীয় ধর্মীয় জ্ঞান বাধ্যতামূলক করতে হবে। ডিজিটাল দাওয়াহ (ইসলামিক অ্যাপ, ভিডিও কন্টেন্ট) বাড়াতে হবে। বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে সংঘাত নয় বরং সহাবস্থান এর বিষয়গুলো দলিল প্রমাণের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে। পাঠ্যক্রমে থাকা ধর্মনিরপেক্ষতা ও নাস্তিকতা সংক্রান্ত বিষয়াবলী বাতিল করতে হবে।

(গ) সরকার ও সমাজের ভূমিকা: নাস্তিক্যবাদী বই, ব্লগ ও মিডিয়া কন্টেন্ট নিষিদ্ধ করতে হবে। ফিতনা সৃষ্টিকারী নাস্তিক ব্লগারদের আইনের আওতায় আনতে হবে। এ বিষয়ে রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়াতে হবে। ইসলাম যে সার্বজনীন এক জীবনব্যবস্থা, শুধু ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না, এই বিষয়ে জোর প্রদান করতে হবে।

(ঘ) ধর্মীয় স্কলারদের ভূমিকা: আলিম ও ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের বক্তব্যগুলো অনলাইনে বেশি বেশি প্রচার করতে হবে। মুসলিমদের নিজস্ব মিডিয়া গঠনে মনোযোগী হতে হবে। বেশি সংখ্যক দায়ী তৈরি করতে হবে যারা গ্রামীণ জনপদ থেকে শহুরে পরিবেশ সর্বত্র ছড়িয়ে গিয়ে স্থান, কাল উপযোগীভাবে দাওয়াহ দিতে সক্ষম হবে।

(ঙ) দুনিয়াকে দ্বীন থেকে আলাদা করে না ফেলা: অনেক ধর্মভীরু মুসলিম দুনিয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে গিয়ে দুনিয়াবি সমস্ত বিষয়ে জড়ানো থেকেই নিজেকে দূরে রাখেন। ফলশ্রুতিতে ইসলাম সম্পর্কে ভুল বার্তা যায় অন্যদের কাছে। তারা ইসলামকেও অন্য ধর্মের মতো শুধু গুটিকতক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ মনে করেন। এজন্য আমাদেরকে সামগ্রিকভাবে ইসলাম মেনে চলতে হবে। জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রেই ইসলামী নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে এবং অন্যদেরকেও এই বিষয়ে বুঝাতে হবে।

নাস্তিক্যবাদ প্রতিরোধে বিদ্যমান গবেষণা

- শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহর "আল-রাদ্দ আলা আল-মানতিকিয়্যিন" (যুক্তিবাদীদের খণ্ডন): নাস্তিক্যবাদের দার্শনিক ভিত্তি খণ্ডন।
- ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবীর "আকিদার রক্ষাকবচ" (২০১৮): নাস্তিক্যবাদী প্রশ্নগুলোর কুরআনি জবাব।
- ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ মদিনার গবেষণা (২০২০) প্রস্তাব করে যে, "আকিদা ভিত্তিক শিক্ষা" ও "বৈজ্ঞানিক মুজিজা" (যেমন ডিএনএ-তে আল্লাহর নিদর্শন) পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের সিলেবাস

পর্যালোচনা (২০২৩) দেখা গেছে, আধুনিক বিজ্ঞান ও ইসলাম বিষয়টি শক্তিশালী করা হলে নাস্তিক্যবাদী প্রপাগান্ডা প্রতিরোধ সম্ভব।

উপসংহার

বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদের বিস্তার একটি জটিল সামাজিক-ধর্মীয় চ্যালেঞ্জ, যা ইসলামী আকিদা, নৈতিকতা ও সমাজ কাঠামোকে হুমকির মুখে ফেলেছে। এই গবেষণায় নাস্তিক্যবাদের উত্থানের কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ কৌশল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, ইন্টারনেট, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব, ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব এবং যুক্তিহীন সমালোচনা মূলত এটিকে প্ররোচিত করছে। নাস্তিক্যবাদ প্রতিরোধে ইসলামী দাওয়াহ, শিক্ষার সংস্কার, সরকারি নীতিনির্ধারণ এবং সামাজিক সচেতনতা অপরিহার্য। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক যুক্তি, বিজ্ঞান ও ইসলামের সামঞ্জস্য এবং নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় নেতাদের সমন্বিত প্রচেষ্টা এই সংকট মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই ফিতনা থেকে রক্ষা করুন এবং হিদায়াতের পথে অটল থাকার তাওফিক দান করুন। আমীন।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Dawkins, R. (2006). *The God Delusion.* Bantam Press.

2. Russell, B. (1927). *Why I Am Not a Christian.* Watts & Co.

3. Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2023). *Atheism and Agnosticism.* Retrieved from https://plato.stanford.edu

4. ইবনে তাইমিয়্যাহ, শাইখুল ইসলাম. *আল-রাদ্দ আলা আল-মানতিকিয়্যিন* (যুক্তিবাদীদের খণ্ডন).

5. সাল্লাবী, ড. আলী মুহাম্মাদ. (2018). *আকিদার রক্ষাকবচ.* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ.

6. ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ মদিনা. (2020). *আধুনিক বিজ্ঞান ও কুরআনের মুজিজা.*

7. আহমেদ, এম. (2021). *নাস্তিক্যবাদ ও সামাজিক মাধ্যম: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট.* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল.

8. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ. (2022). *নাস্তিক্যবাদের চ্যালেঞ্জ ও ইসলামী সমাধান.*

9. ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি. (2021). *ফেসবুক ও নাস্তিক্যবাদী চিন্তার প্রচার.* www.bracu.ac.bd/research